মেহেরপুরে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবীতে ৬ গ্রামবাসীর মানববন্ধন

ফসলি জমির পানি নিষ্কাশনের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী পালন করেছেন ৬ গ্রামবাসী।

রবিবার সকালে গাংনী উপজেলার তেরাইল, মহব্বতপুর, বাদিয়াপাড়া, কামারখালি, ষোলটাকা ও সহড়াবাড়িয়া গ্রামের শতাধিক কৃষক মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন। মানববন্ধন শেষে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন বামুন্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো।

তিনি বলেন, তেরাইল মোহাম্মদপুর ষোলটাকা তিন গ্রামের মাঠে জলাবদ্ধতার কারণে চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা ইতিপূর্বে প্রশাসনকে জানিয়েছি মানববন্ধন হয়েছে ওই মাঠে। তখন অল্প ছিল জলবদ্ধতা। আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়ে পুরো মাঠ প্লাবিত হয়েছে। মাঠ প্লাবিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রামে চলে এসেছে। গ্রামের রাস্তাঘাট ডুবে গেছে। এখন এটা যদি নিরসন না হয় ফসলের তো ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে পাশাপাশি গ্রামের মানুষের অনেক ক্ষতি হবে। রাস্তার পাশে ক্যানাল আছে সেগুলো হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। এখন প্রশাসন নজর দিয়ে ক্যানালগুলো যদি ঠিক করে দেয় তাহলে জলবদ্ধতা কমে যাবে।

এ সময় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, বহু বছর ধরে সঠিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি মৌসুমে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি বা সামান্য প্লাবন হলেই জমি ডুবে যায়। ধান, পাট, শাকসবজি থেকে শুরু করে সব ধরনের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কৃষকরা বলেন, সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে কৃষকরা একদিকে লোকসানের বোঝা বইছেন, অন্যদিকে ঋণের টাকা শোধ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। বক্তারা দ্রুত সেচ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান। ষোলটাকা ইউনিয়নের সাত আটটা গ্রামের প্রচুর জমিতে সব গ্রামের পানি এসে আটকে থাকে। পানি

নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকাই জমিতে সারা বছর পানি আটকে থাকে । যার ফলে কোনরকম চাষাবাদ করা যায় না। বড় বড় মাছ ব্যবসায়ীরা পুকুর কাটার জন্য ক্যানাল বন্ধ করে ফেলে। ক্যানাল বন্ধ হাওয়াই মূলত জলবদ্ধতার কারণ। চাষাবাদ না করতে পেরে আমাদের গ্রামের মানুষ অনাহারে না খেয়ে থাকে। এর পাশাপাশি গ্রামের সকল মানুষের গরুর খাবারে সংকট দেখা যায়। তিন থেকে পাঁচ হাজার বিঘা জমি পানি আটকে আছে।

পানি নিষ্কাশনের পদক্ষেপ না নিলে আগামীতে গমের চাষ হবে না, ভুট্টা চাষ হবে না, কৃষকের আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। রবিশস্যের চাষ গুলো আমাদের মাঠে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।

মানববন্ধন শেষে কৃষকরা জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্কুলছাত্র রাব্বির মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাব্বি হোসেন (১১) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মাঠপাড়ায় নিজ বাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাব্বি একই গ্রামের কেরামত আলীর ছেলে ও স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সকালে স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল রাব্বি। ঘরের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশের সময় বৈদ্যুতিক তারের লিকেজে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয় সে। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে এমন সংবাদ পেয়ে

ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনীর নওপাড়া থেকে আবারও মোটরসাইকেল চুরি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওপাড়া- কুলবাড়িয়া রাস্তায় থেকে জামিরুল ইসলাম নামের এক ব্যাক্তির একটি ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল যার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার (মেহেরপুর-হ – ১২-৬৫৫৩) চুরি হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টার সময় মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটে।

মোটরসাইকেল মালিক জামিরুল ইসলাম জানান, একটি লাল রংয়ের ১২৫ সিসি ডিসকভারি মোটরসাইকেল নওপাড়া-কুলবাড়িয়ার মধ্যবর্তী রাস্তার পাশে রেখে কৃষি জমিতে কাজ করছিলেন। কিছু সময় কাজ শেষে মোটরসাইকেল দেখতে এসে দেখেন সেখানে মোটরসাইকেল নেই। পরে রাস্তার সিসি টিভি ফুটেজে মোটরসাইকেল নিয়ে যাওয়ার ভিডিও পাওয়া যায়। মোটরসাইকেলটি হিজলবাড়িয়ার রাস্তায় নিয়ে যায় দুইজন ব্যাক্তি। চুরির সাথে সম্পৃক্ত দুজনকে সিসি টিভি ভিডিওতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। তবে তাদের সনাক্তের চেষ্টা চলছে।

এবিষয়ে গাংনী থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল বলেন, মোটরসাইকেল চুরির ঘটনায় জিডি করেছে। আমরা চোর সনাক্তের চেষ্টা করছি।

উল্লেখ্যঃ নওপাড়া গ্রামের জামিরুল ইসলামের একটি পালসার মোটরসাইকেল এর আগেও বাড়ি থেকে চুরি হয়ে যায়। একাধিকবার মোটরসাইকেল চুরি হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন জামিরুল ইসলাম। তবে চুরির সাথে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করার দাবী জানান এলাকাবাসী।

গাংনীতে র্যাবের অভিযানে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে র্যাব-১২, সিপিসি-৩ এর অভিযানে পরিত্যাক্ত দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরী একটি অবৈধ সচল ওয়ান শুটার গান উদ্ধার হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত পোনে ৯ টার দিকে গোয়েন্দা সূত্রের ভিত্তিতে গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের ধর্মচাকী হতে হিজলবাড়ী গামী পাকা রাস্তা সংলগ্ন হিজলবাড়ী বটতলা নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করে লাল রংয়ের শপিং ব্যাগের মধ্যে লাল কাপরে জড়ানো দেশীয় প্রযুক্তিতে লোহার তৈরী একটি অবৈধ সচল ওয়ান শুটার গান পরিত্যাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন র্যাব।

পরবর্তীতে আজ বৃহস্পতিবার সকলে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ কোম্পানী কমান্ডারের কার্যালয় ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩’র পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সকল তথ্য জানানো হয়।

র্যাবের কর্মকর্তারা আরও জানান, সমাজ থেকে অপরাধ দমনে র্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি তারা জনগণকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

বিদ্যুৎ বিলে অসঙ্গতি, গ্রাহক ভোগান্তির বিরুদ্ধে মানববন্ধন

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের কার্যক্রম চলছে হযবরল অবস্থায়। গ্রাহকরা তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন না। আন্দোলনের নামে লাইন টেকনিশিয়ানরা কর্মবিরতি পালন করছেন। গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিলেও রয়েছে নানা অসঙ্গতি। গ্রাহকদের অভিযোগ গাংনী জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

(ডিজিএম) বিজয় চন্দ্র কুন্ডু যোগদান করার পর থেকে জোনাল অফিসে

অবগত না। অফিস থেকে যে বিল করে দেওয়া হয় সেটাই তারা পরিশোধ করে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক মেম্বার, সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আব্দুল খালেক জানান, আমার গ্রামের প্রায় ১০০ জন গ্রাহক এসে অভিযোগ করেন গত জুলাই মাসের তুলনায়, আগস্ট মাসে দ্বিগুণ বিল প্রস্তুত করেছে।
১ হাজার টাকার জায়গায় ৭ হাজার টাকা, ৭০০ টাকার পরিবর্তে ১৬০০ টাকা এসেছে, এভাবে সকল গ্রাহকের একই অবস্থা।

আগস্ট মাসের বিল নেওয়া বন্ধ রেখে, ঘটনাটি তদন্তপূর্বক পরে বিল নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। সেই সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি।

আবাসিক এক মিটার ব্যবহারকারী অভিযোগ করেন, চলতি বছরের জুন মাসের বিল ১ হাজার ৩৬ টাকা, জুলাই মাসের বিল ১ হাজার ২৭৬ টাকা হলেও বর্তমান আগস্ট মাসের ব্যবহৃত বিদ্যুতের বিল এসেছে ৩০ হাজার ৬৮৪ টাকা। প্রস্তুতকৃত বিলে চরম গরমিল বলে জানান গ্রাহকরা।

ভূতুড়ে বিলের এমন ঘটনাটি ঘটেছে, গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউপির অন্তর্গত রায়পুর গ্রামেও। মিটার ব্যবহারকারীর নাম অর্থাৎ গ্রাহক রায়পুর গ্রামের শ্রী মদু দাসের ছেলে শ্রী সন্নাসী দাস।

যার মিটার নং-০০১০৩৮৩০। সন্নাসী দাস জানান, আমি একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসহায় বাসিন্দা। আমি দীর্ঘদিন যাবত গাংনী জোনাল অফিসের আওতায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছি।

বিগত বছর এবং মাসে কখনও ভৌতিক বিল আসেনি। প্রতি মাসেই গড়ে ৫০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা করে বিল করা হয়ে থাকে। চলতি আগস্ট মাসে ৩০ হাজার টাকার বেশী বিল দেখে আমি হতবাক।

ভুক্তভোগী গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের ডিজিএমকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বলেন, মিটারের রিডিং অনুযায়ী বিল ঠিক আছে। আপনি একবারে দিতে না পারলে মাসে মাসে দিয়ে পরিশোধ করবেন।

এদিকে গতকাল সকাল থেকে গাংনী জোনাল অফিসের কর্মরত ১৩ জন লাইন টেকনিশিয়ান অফিসে আসেননি। তারা কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালন করছেন। টেকনিশিয়ানরা কাজে যোগদান না করায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। ফলে গ্রাহকরা চরম বিপাকে পড়েছেন। কবে নাগাদ কাজে যোগদান করবেন তাও নিশ্চিত নয়। লাইন টেকনিশিয়ানরা কাজে যোগদান না করলে এই

প্রচণ্ড গরমে গ্রাহক আরও বেশি ভোগান্তিতে পড়বে। মোবাইল ফোনে কল করে একাধিক লাইন টেকনিশিয়ান আব্দুস সবুর, আব্দুল্লাহ, সোহেল রানা, আব্দুর রাজ্জাককে কাজ না করার বিষয়ে জানতে চাইলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, আমরা কাজেই আছি, বাসায় খেতে এসেছি। কেউ কেউ আবার অসুস্থতার অজুহাত তোলেন।

তবে, অফিস কর্তা বলেন, তারা কেউ অফিসে এসে আধাঘণ্টা পর আমাকে না জানিয়ে টেকনিশিয়ানরা চলে গেছে। তবে তারা কাজ না করলে গ্রাহকরা দুর্ভোগে পড়বে।

এ বিষয়ে বিদ্যুৎ অফিসের ডিজিএম বিজয় চন্দ্র কুন্ডুর নিকট অতিরিক্ত বিল আদায়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার অফিসের মিটার বিল রিডিং করার সময় আমাদের স্টাফদের ভুল হতে পারে। আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। ইতিমধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, ৭ জনকে শোকজ করা হয়েছে।

গাংনীর সাহারবাটী বাজারের একটি দোকানে নগদ টাকা ও মালামাল চুরি

বাজারজুড়ে রয়েছে নৈশপ্রহরী, আছে সিসি ক্যামেরাও। এসব উপেক্ষা করে গাংনী উপজেলার সাহারবাটী বাজারের রকিবুল ইসলামের দোকানে নগদ টাকা ও মালামাল চুরির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটে। তবে বাজারের সিসি টিভি ফুটেজে চোর সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বলে জানান বাজার কমিটি।

জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো শনিবার সারাদিন ব্যবসা শেষে রাত সাড়ে ১০টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান দোকান মালিক রকিবুল ইসলাম। রবিবার ভোরে দোকান খুলতে এসে তিনি দেখতে পান দোকানের দরজার তালা ভাঙা, মালামাল এলোমেলো, ক্যাশবাক্সের তালাও ভাঙা।

দোকান মালিক রকিবুল ইসলাম জানান, ক্যাশবাক্সে নগদ দেড় লক্ষাধিক

টাকা ও কয়েক কার্টন সিগারেট নিয়ে গেছে চোরেরা। পরে বিষয়টি বাজার কমিটির সদস্যদের জানালে তারা দোকানে ছুটে আসেন। এ সময় বাজারের সিসি ক্যামেরায় ধারণকৃত ভিডিও দেখা হলে মুখোশ পরা এক ব্যক্তিকে দোকানের তালা ভাঙতে দেখা যায়। তবে মুখোশ পরা এবং উক্ত দোকানের সামনে ক্যামেরা না থাকায় চোরের উপস্থিতি ও তালা ভাঙার কিছু অংশ দেখা গেলেও তাকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

বাজার কমিটির সভাপতি মইন জানান, আমরা বিষয়টি জানতে পেরে দোকানে গিয়েছি। তবে চোর সনাক্তের চেষ্টা চলছে এবং এ বিষয়ে একটি ডায়েরি করার প্রস্তুতি চলছে।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান, সাহারবাটী বাজারে চুরির বিষয়টি বাজার কমিটি জানিয়েছে। দোকান মালিক একটি জিডি করেছেন। চুরির সাথে জড়িতদের সনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

গাংনীর বিএনপি নেতা ডাকুর গ্রেফতার নিয়ে আলোচনা- সমালোচনা

গাংনী পৌর বিএনপি’র সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক ও বর্তমান ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকুকে গ্রেফতার ষড়যন্ত্র অভিহিত করে বিএনপি’র নেতাকর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিএনপি’র এই জনপ্রিয় নেতাকে গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধারকে সাজানো ও ষড়যন্ত্র উল্লেখ করে ওই দিন থেকেই প্রতিবাদ সভা, সাংবাদিক সম্মেলন করেছে বিএনপি’র স্থানীয় নেতাকর্মীরা। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এ ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত দাবী করে নানাভাবে স্টেটমেন্ট দিচ্ছে।

তারা দাবী করেন, আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতাকর্মীর ইন্ধনে গোলাম মোস্তফা ডাকুকে বিগত ১৭ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশসহ

আইনশৃংখলাবাহিনীর সদস্যরা তাঁকে সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি, গ্রেফতার ও নির্যাতন করেছে। তাকে পরিকল্পিতভাবে সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী করা হয়েছে। তাঁকে একাধিকবার গ্রেফতার করে কারাবরণ করিয়েছে। শুধু মামলা নয়, তার বাড়ি ঘরে হামলা করে উচ্ছেদ করেছে তারা।

গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, সাংবাদিক সম্মেলন করে এসব তথ্য তুলে ধরেন। তিনি অবিলম্বে গোলাম মোস্তফাকে মিথ্যা সাজানো মামলা থেকে নি:শর্ত মুক্তি দাবী করেন এবং সকল মিথ্যা ও সাজানো মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান। এছাড়া মিথ্যা মামলাটি তদন্তের দাবী জানান তারা।

উল্লেখ্য, গত ১ সেপ্টেম্বর ভোররাতে একটি বিদেশি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি ও দুটি ম্যাগজিনসহ গোলাম মোস্তফা ডাকুকে আটক করে যৌথবাহিনী। গোলাম মোস্তফা ডাকু গাংনী পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের চৌগাছার (ভিটাপাড়া) মৃত আজিজুল হকের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গোলাম মোস্তফা ডাকু কে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একাধিকবার মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করেছিল আইনশৃংখলাবাহিনী।

গাংনীতে জাল টাকাসহ ১ জন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে র্যাব-১২, সিপিসি-৩ এর অভিযানে ৪২ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় আমিরুল ইসলাম খোকন (৪৪) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।

গতকাল শনিবার রাত ১২টার দিকে সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়া (আবাসন) গ্রামে তার নিজ বাড়িতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় ১ হাজার টাকা মূল্যমানের মোট ৪২টি জাল নোট, যার বাজার মূল্য ৪২ হাজার টাকা, উদ্ধার করা হয়।

পরবর্তীতে আজ রবিবার সকলে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ কোম্পানী কমান্ডারের কার্যালয় ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩’র

পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সকল তথ্য জানা।

গ্রেফতারকৃত আমিরুল ইসলাম গাংনী পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের শিশিরপাড়া গ্রামের নিজাম উদ্দিন ও রাহেলা খতুনের ছেলে। বর্তমানে তিনি সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়া (আবাসন) এলাকায় বসবাস করছিলেন।

র্যাব জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে খোকন স্বীকার করেছে, সে দীর্ঘদিন ধরে জাল টাকা তৈরির একটি চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং বিভিন্ন স্থান থেকে জাল টাকা সংগ্রহ করে ক্রয়-বিক্রয় করত।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩ এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, গ্রেফতারকৃত খোকনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

র্যাবের কর্মকর্তারা আরও জানান, সমাজ থেকে অপরাধ দমনে র্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি তারা জনগণকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

গাংনীতে আগাছানাশক দিয়ে ধানের ক্ষেত বিনষ্ট

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াবাড়ীয়া গ্রামের মাঠে আগাছানাশক ছিটিয়ে ২৭ কাঠা জমির ধান বিনষ্ট করা হয়েছে। পূর্ব শত্রুতার জের ধরে প্রতিপক্ষের লোকজন আলাল উদ্দীন নামের এক কৃষকের জমিতে আগাছানাশক স্প্রে করে।

পুরো জমির ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন ওই কৃষক।

জানা গেছে, শিমুলতলা গ্রামের আলাল উদ্দীন সহড়াবাড়ীয়া গ্রামের মাঠে নিজ জমিতে ধান আবাদ করেছিলেন। তিন দিন আগে প্রতিপক্ষের লোকজন প্রকাশ্যে ধানের ক্ষেতে আগাছানাশক স্প্রে করে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আগাছানাশকের প্রতিক্রিয়ায় ধান গাছ শুকিয়ে মারা যেতে শুরু করে।

এ ঘটনায় থানায় মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভুক্তভোগী কৃষক।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বনি ইসরাইল জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে সংঘর্ষের মামলায় ৮ আসামির জেল-জরিমানা

সংঘর্ষের মামলায় মেহেরপুরের ৮ আসামিরকে জেলা-জরিমানা দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার প্রধান আসামি মোঃ সেন্টু মিয়াকে ২ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ২০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মামলার অন্য আসামি শুকুর আলী, রইস উদ্দিন, মোঃ বাবলু মিয়া, মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ আতিয়ার রহমান, মোঃ মজিবর রহমান ও মোঃ তোজাম্মেল হক প্রত্যেককে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ১০ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। তবে আসামি মোঃ আনারুল ইসলামকে খালাস দেওয়া হয়।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৯ সালের ২০ এপ্রিল সকালে গাংনীর কল্যাণপুর এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বাদীর বাড়িতে আসামিরা হামলা চালায়। এ সময় কাঠের বাটাম, লোহার রড, বাঁশের লাঠি, দা ও হাসুয়া দিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে আঘাত করে গুরুতর জখম করে।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।